**‘লালু’**

ভাদ্রের মেঘচেরা আকাশ থেকে গনগনে তাপ এসে দুনিয়াটাকে একেবারে আগুন করে তুলেছে। ভাদুরে গরমে দুটো নেড়ী কুকুর হাঁ করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে রাস্তার ওপর। আর ইতিউতি তাকাচ্ছে পানির খোঁজে। লালুর মাথার উপর দিয়ে একটা দাঁড়কাক কর্কশ কা-কা শব্দে উড়ে গেল। শিরিবু’র মা আজমলা চাচী বলেন, দাঁড়কাক ডাকা নাকি অলুক্ষুণে ব্যাপার। তায় আবার মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাওয়া! কি আছে কপালে কে জানে! খুক করে হেসে ফেলল লালু। তার আবার লক্ষণ, কুলক্ষণ! জন্মেই খেয়েছে মা’কে। বাপ কোথায় জানে না। দাদীর কাছে শুনেছিল, কোন এক বয়াতী দলের সাথে তার বাপ নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। খুব সুন্দর গানের গলা ছিল নাকি তার বাপের। যখন গান ধরত পাখিরা তার চারপাশে এসে ভিড় জমাত। কাঁধের উপর এসে বসতো চুপ করে। আহ! কেমন ছিল তার বাপ! লালুর বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। মনে মনে একটা ছবি আঁকে তার বাপের। লম্বা সবুজ পাঞ্জাবী, কুচকুচে কালো দাড়ি আর মাথায় লাল পট্টি বাঁধা দোতারা হাতে গাঁয়ের এ মাথা থেকে ও মাথা গান গাইতে গাইতে হেলেদুলে এগিয়ে আসছে বয়াতী হাফেজ। লালুর বাপ।

গায়ে পানির স্পর্শে চমকে উঠল লালু। বৃষ্টি হচ্ছে! ওর মনটা খুশিতে নেচে উঠল। যা গরম পড়ছে এই কয়টা দিন! উদোম গায়ে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ‘ও’ ঝাঁপিয়ে পড়ল খালের পানিতে। প্রচুর পানিফল আছে খালের এই অংশটায়। সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি লালুর। খিদের চোটে পেটের ভিতর চোঁ চোঁ করছে। পাকা শিকারীর মতো ডুব সাঁতার দিয়ে পানি ফলের মোটা একটা লতা তুলে আনল লালু। অনেক পানিফল রয়েছে লতাটায়। পেট পুরে খেয়ে নিল ‘ও’। কিছু তুলে লুঙ্গীর মধ্যে গিঁট দিয়ে নিল। এগুলো শিরিবু’র জন্য। শিরি’বু খুব পছন্দ করে খেতে।

একটা ব্যাঙ ডাকছে তারস্বরে। মনে হচ্ছে সাপে ধরেছে। লালু পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। খালের যেখানটায় পানি একটু কম, সেখানে কেউ একজন একটা চাঁই বসিয়ে রেখে গেছে মাছ ধরার জন্য। চাঁইয়ের মধ্যে ধরা পড়েছে কিছু কুচো মাছ। আর মাছ খাওয়ার লোভে এসে ঢুকেছে একটা ঢোঁড়া সাপ আর মোটাসোটা একটা কোলাব্যাঙ। অনেকগুলো মাছ খেয়ে সাপটা এখন ব্যাঙটাকে ধরেছে। মাছ খেয়ে সাপটার পেট ফুলে ঢোল হয়ে আছে। তবুও ধরেছে ব্যাঙটাকে। এখন গিলতেও পারছে না, আবার ফেলতেও পারছে না। এদিকে ব্যাঙটা চিৎকার করছে সমানে। সাপটার করুন দশা দেখে লালু খানিকক্ষণ হো হো করে হাসল। তারপর বলল,

‘আর লোভ কইরবি? খা বেটা, খাইয়া পেট ফাইট্টা মর!’

অনেকক্ষণ ধরে একটা চিল মাথার উপর চক্কর দিচ্ছে। লালুর মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি চাপল। একটা লাঠি নিয়ে জোরসে একটা বাড়ি মারল সাপের মাথায়। ব্যাঙটা ছিটকে পড়ল দূরে। লালু আহত সাপটাকে ছুঁড়ে মারল রাস্তার উপর। আর যায় কোথা! নিমিষে ছোঁ মেরে চিলটা সাপটাকে নিয়ে উড়াল দিল।

‘যা বেটা, এইবার চিলের পেটে যা! এইডাই তোর লোভের শাস্তি।’

দাদী মারা গেছে প্রায় তিন বছর। লালুর বয়স তখন সাত বছর। ফুটফুটে মিষ্টি চেহারার লালুকে গ্রামের সবাই ভালোবাসে। কেবল রমযান মোল্লা ছাড়া।

থুতনির কাছে কয়েকগাছি দাড়ি, ঈগলের ঠোঁটের মতো বাঁকানো নাক আর মিশমিশে কালো রঙের রমযান মোল্লাকে একটা আস্ত শয়তান বলে মনে হয় লালুর। ওর ধারে-কাছেও ঘেঁষে না ‘ও’। আর কোন একটা অজানা কারণে মোল্লাও ওকে দু’চোখে দেখতে পারে না। দেখলেই খেঁকিয়ে ওঠে। তাই লালুও ওকে এড়িয়ে চলে সযতনে।

এ বাড়ি, ও বাড়ি ঘুরে লালুর খাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে যায়। সবার বাগানের ফল-ফলাদি ওর জন্য উন্মুক্ত। লালু অবশ্য এমনি এমনি খায় না। এটা সেটা কারো না কারো, কিছু না কিছু কাজ করে দেয়। তাই সবাই ওকে ভালোবাসে। তবে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে শিরি’বু। সব ভালো ভালো খাবারের ভাগ রেখে দেয় ওর জন্য। ঈদে নতুন জামা কিনে দেয়। দু’জনে বাগানে বাগানে ঘুরে পাখির ছানা ধরে, বুনোফুল তোলে।

শিরিদের বাড়িতে এসে লালু অবাক!

শাড়ী দিয়ে ঘেরা একটা রিকশা এসে থেমেছে ওদের কাছারি ঘরের সামনে। দেখতে খুব সুন্দর দুটো মেয়ে নেমে এল রিকশা থেকে। পরনে দামী সালোয়ার-কামিজ। কেউ না বললেও লালু বুঝতে পারল মেয়েগুলো শহর থেকে এসেছে। শিরিবু’রই বয়সী হবে এরা। কিংবা একটু বড়ও হতে পারে।

‘বাপ রে বাপ, কি সোন্দর! চারদিক কেমন ফকফইক্যা হইয়া গেল!’-লালু নিজের মনে বিড়বিড় করতে লাগল। হাঁ করে তাকিয়ে রইল সবকিছু ভুলে। তার দু’চোখে অপার মুগ্ধতা!

‘কি রে পাগল, কি দেখিস? তোর লুঙ্গীর মধ্যে কি?’ চমকে উঠল লালু। শিরি’বু ওর দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে।

‘তোমার জন্য সিঙ্গারা আনছি, শিরি’বু। নাও, ধর।‘

পানিফল দেখতে অনেকটা সিঙ্গাড়া আকৃতির তিন কোণা বিশিষ্ট । তাই লালুরা একে সিঙ্গাড়া বলে।

‘শিরি’বু, ওরা কারা? কি সোন্দর দেখতে! শহরে থাকে বুঝি?’

‘হ্যাঁ, ওরা আমাদের আত্মীয়। ঢাকা থেকে এসেছে।’

‘বেরাইতে আইছে বুঝি?’

‘না রে। শিরির মুখটা কেমন করুণ হয়ে যায়।’

‘ঢাকা এখন মিলিটারিদের দখলে। ওরা সব মানুষ মেরে ফেলছে। আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে বাড়ি ঘরে। লোকজন প্রাণ ভয়ে সব গ্রামে পালিয়ে যাচ্ছে। ওরাও তাই এসেছে।’

‘ওমা, কি কও, বুবু! মিলিটারি আবার কি জিনিস? মানুষ তো না বুঝলাম। মানুষ অইলে তো আর মানুষেরে মাইরত না। পানির দেও’র মতন কিছু নাকি, বুবু?’

ছোটবেলায় দাদীর কাছে গল্প শুনেছে লালু। পানির নিচে নাকি বিরাট দেও থাকে। একলা কেউ পানিতে নামলেই নাকি কপ করে গিলে খায়। ও মাগো! গল্প শুনতে শুনতে কতোবার শিউরে উঠেছে লালু। কক্ষণো একা একা আর পানিতে নামেনি।

কিন্তু দাদী মরে যাওয়ার পর লালু ইচ্ছে করেই পানিতে ঝাঁপায়। নদীতে, পুকুরে, খালে। একদিন যদি দেও এসে ওকে নিয়ে যায় এই আশায়। স্বজনহীন এই পৃথিবীতে লালুর বড় একা লাগে। গভীর রাতে চুপ চুপ করে কাঁদে আর মা’কে ডাকে ‘ও’।

কিন্তু কই? দেও তো কখনো আসেনি! ‘ও’ তো দিব্যি বেঁচে আছে এখনো!

-এই লালু, কি ভাবছিস?

‘অ্যাঁ, কিছু না শিরি’বু। মিলিটারি কি জিনিস, বুবু? লালু আবার প্রশ্নটা করে।

‘আরে গাধা! মিলিটারি আমাদের মতোই মানুষ। তারা এসেছে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। আমাদের দেশটাকে তারা কেড়ে নিতে চায়। দখল করতে চায় আমাদের সবকিছু।’

‘কইলেই অইল আর কি! আমাদের দ্যাশ আমরা তাদেরে ক্যান দিমু? কোনদিন দিমু না।’

‘সেজন্যই তো ওরা আমাদের সবাইকে মেরে ফেলছে। সব ধ্বংস করে দিচ্ছে।’

‘সবাই ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে না ক্যান,বুবু?’

‘করছে রে, করছে। লুকিয়ে লুকিয়ে করছে। সবাই মিলে করছে। যুদ্ধটার নাম হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ।’

‘আমিও যুদ্ধে যামু, বুবু।’

‘চুপ কর। এসব কথা জোরে বলতে নেই। তুই এখনো অনেক ছোট। যুদ্ধে যাবি কি রে?’

অনেক রাত পর্যন্ত লালুর ঘুম এলো না। অদেখা সেই ভয়ংকর চেহারার মিলিটারিদের বিরুদ্ধে শূন্যে ঘুসি পাকালো বার বার। গালি দিতে লাগল বিড় বিড় করে।

‘সাহস কত! আমাদের দ্যাশটারে কাইড়া নিতে চাস! সাহস থাকে তো আয় আমাগো গেরামে। দইরার পানিত চুবাইয়া মারুম সব কয়ডারে। জানোয়ার, বদমাইশের দল!’ লালু কীভাবে তাদের নাস্তানাবুদ করবে ভাবতে ভাবতে একসময় ঘুমিয়ে গেল।

পরদিন সকালবেলা।

হাঁটতে হাঁটতে লালু চলে এল রতনদের বাড়ি। শিরিবু’কে আজকাল খুব একটা পাওয়া যায় না। ঢাকা থেকে আসা মেয়ে দুটোকে নিয়ে ‘ও’ এখন খুব ব্যস্ত।

রতনদের বাড়ি এসে লালু একেবারে থ। বাঁধাছাঁদা চলছে জোরে। বাড়ির সামনে একটা ছইওয়ালা গরুর গাড়ি।

‘কি ঘটনা, রতন?’ তোরা কই যাস?

জানি না। মা’রে জিজ্ঞেস কর।

-মাসীমা, আপনারা কই যাইতাছেন?

-ইন্ডিয়া, বাবা। গ্রামে নাকি মিলিটারি আসবে। তাই চলে যাচ্ছি। শ্যামল, রানু, শেফালিরাও কাল রাতে চলে গেছে। তুমি ভালো থেকো, বাবা। সাবধানে থেকো।

লালুর মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। রতন চলে যাচ্ছে। সবাই চলে যাচ্ছে। শিরি’বুও কি চলে যাবে? ‘ও’ তাহলে একা একা কীভাবে থাকবে? ভাবতে ভাবতে ভীষণ কান্না পায় লালুর।

‘ও’ ধীর পায়ে শিরিদের বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকে। সবার থমথমে মুখ দেখে লালুর ছোট্ট বুকটা ধুকধুক করতে লাগল।

‘কি হইছে, শিরি’বু? সবাইর মুখ এ্তো কালা ক্যান?’

শিরি ওকে সবার অলক্ষ্যে পুকুর পাড়ে নিয়ে গেল। চুপি চুপি বলল, ‘আমি তোকে এখন একটা কথা বলছি। কিন্তু আমার মাথা ছুঁয়ে বল, কথাটা কাউকে বলবি না?’

‘বুবু, মাথা ছুঁইতে অইবো না। আমি কারুরেই কমু না। তুমি কি কইবা কও?’

শিরি একটুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে, ‘শোন, প্রায় /৩ মা আগে বড় ভাইয়া মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছে। য়ুনিভার্সিটির আরও কয়েকটা ছেলের সাথে ভাইয়া যুদ্ধ করে বেড়াচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়। কিন্তু মা বাবা ছাড়া এ কথা গাঁয়ের আর আর কেউ জানে না। আব্বা, আম্মা একদিন চাপাস্বরে আলাপ করছিলেন, আমি হঠাৎ শুনে ফেলেছি। আম্ম আমাকে নিষেধ করে দিয়েছেন, কাউকে যেন এ কথা না বলি। তাই তোকেও কখনো বলিনি। কিন্তু এখন সর্বনাশ হয়ে গেছে। রমযান মোল্লা কীভাবে যেন জেনে ফেলেছে ব্যাপারটা।’

‘এইটা তো খুব চিন্তার কথা, বুবু।’

‘হুঁ। আব্বা, আম্মা খুব চিন্তায় আছেন।’

লালুর হঠাৎ খুব ভালো লাগতে শুরু করল। ইস্‌, ফরহাদ ভাই মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছে! সেও যদি যুদ্ধে যেতে পারতো! আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের মতো যুদ্ধ করতে করতে মেরে ফেলতো নরপশু সেই ভয়ংকর পাকিস্তানী মিলিটারিগুলোকে।

প্রচণ্ড শব্দে মাঝরাতে লালুর ঘুম ভেঙে গেল। হঠাৎ ঘুম ভেঙে ওর বুক ধড়ফড় করতে লাগলো। কাঁপতে লাগলো গা। চারদিক থেকে মানুষের চিৎকার, চেঁচামেচির শব্দ শোনা যাচ্ছে। আগুন, আগুন বলে চিৎকার করছে কারা যেন। লালু লাফিয়ে ভাঙা জানালাটার কাছে চলে এল। গাঁয়ের দক্ষিণ-পুব কোণের আকাশ লাল হয়ে আছে আগুনের লেলিহান শিখায়। কুণ্ডলী পাকানো কালো ধোঁয়া উঠে যাচ্ছে আকাশের দিকে। থেকে থেকে গুলির শব্দ আর মানুষের আর্তচিৎকার ভেসে আসছে নিশুত রাতের গভীর নৈঃশব্দ চিরে। গাঁয়ের ওই দিকটায় তো শিরিবু’দের বাড়ি! শিরি’বু! অস্ফুট কাতরধ্বনি বেরিয়ে এল লালুর গলা চিরে। উদ্ভ্রান্তের মতো বেরিয়ে এল ঘর ছেড়ে। মেঘে ঢাকা মরা জ্যোৎস্না আর আগুনের আভায় পুরো গ্রাম আলোছায়ায় মাখামাখি হয়ে আছে। লালু দৌড়াতে দৌড়াতে রাস্তায় উঠে এলো। তারপর নেমে পড়ল ধানক্ষেতে। ধানগাছের আড়ালে কুঁজো হয়ে ছুটতে শুরু করল শিরিদের বাড়ির দিকে। ধাক্কা খেল কারো সাথে। থমকে দাঁড়াল লালু। মতি চাচা! পেছনে আরও একদল মানুষ। সবার হাতে, মাথায় ছোট ছোট পোঁটলা।

‘লালু, তুই? কই যাস এতোরাতে? চারদিকে মিলিটারি’-আর্ত কণ্ঠে বললেন মতি মিয়া।

‘তোমরা কই যাও, চাচা?’

‘জানি না কই যাই? তয় গেরাম ছাইড়্যা চইলা যাইতাছি।’

‘তুইও চল আমাগো লগে।’

‘চাচা, আমি তো শিরিবু’গো বাড়ি যাই। ওইদিকে আগুন জ্বলতাছে, গুলি ফুটতাছে।’

‘খবরদার, লালু। ওইদিকে যাইবি না। ঢাকা থেইক্যা আসা দুইডা মাইয়্যা আর শিরিরে তুইল্যা নিয়া গেছে মিলিটারিরা। শিরির মা, বাপ, বুড়া দাদী আর কাজের লোকগুলারে মাইর‍্যা ফালাইছে অরা। ফরহাদের খোঁজ না পাইয়া খেইপ্যা গেছে মিলিটারিরা।’

লালুর মুখ থেকে সমস্ত রক্ত সরে গেল নিমিষে। অবশ হয়ে এলো শরীর। অনেক কষ্টে কোনমতে বলল,

‘ফরহাদ ভাইয়ের কথা কেডা কইছে ওদের?’

‘রমযান মোল্লা। রাজাকার রমযান।‘

লালু সামনে এগোতে চাইল।

‘তুই ওইদিকে যাইস না, লালু। কোন লাভ নাই! সব শেষ। কাছে-ধারে মিলিটারি আছে। তরে দেখলেই গুলি ফুটাইয়া দিব।’

একটা মিলিটারিও না মেরে লালু কীভাবে নিজের জীবন দেয়! মরতে হলে লড়াই করে মরবে। থমকে দাঁড়াল ‘ও।’

‘চল, আমাগো লগে’-মতি মিয়া শেষ চেষ্টা করল।

‘না, চাচা। তোমরা যাও। আমি এই গেরামেই থাকমু।’

লালুর ছোট্ট বুকটা ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। কোথায় আছে শিরি’বু? কেমন আছে ওরা? ঘরে ফিরে অঝোরে কাঁদতে লাগলো লালু।

সারা গাঁ প্রায় উজাড়। বেশিরভাগ মানুষ পালিয়ে গেছে। কিছু মারা পড়েছে মিলিটারিদের হাতে। রমযান মোল্লা, তার দু’তিনজন সাগরেদ আর অসহায় কিছু মানুষ রয়ে গেছে গ্রামে। যাদের কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই।

দিনের বেলা লালু পুরো গ্রাম ঘুরে বেড়ায়। খুঁজতে ফেরে তার শিরিবু'কে।

মিলিটারিরা স্কুল ঘরে ক্যাম্প করেছে। সম্ভবত: ওখানেই রেখেছে ওদের। কিন্তু রমযান মোল্লার শ্যেন দৃষ্টি এড়িয়ে সেখানে যাওয়ার সাধ্য লালুর নেই। অক্ষম অসহায়ত্বে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল ‘ও’। হঠাৎ কুকুরের কান্নার শব্দে থমকে যায় লালু। একটা কুকুর কাঁদছে কাছে কোথাও। পায়ে পায়ে বেরিয়ে এল লালু। নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছে না যেন।

বাঘা! শিরিবু’র প্রিয় কুকুর। ‘ও’ তো ভুলেই গিয়েছিল বাঘার কথা। বাঘার মুখে এক টুকরো কাপড়। কেমন চেনা চেনা কাপড়ের টুকরোটা। আপাদমস্তক শিউরে ওঠে লালু। শিরিবু’র শাড়ি!

শাড়ির টুকরোটা মুখে নিয়ে বাঘা কাঁদছে। এক অসম্ভব যন্ত্রণায় লালু কঁকিয়ে উঠল। গলার কাছে দলা পাকিয়ে উঠল আর্ত বোবা কান্না। লালুকে দেখেই বাঘা ছুটতে শুরু করে। লালুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আবার ফিরে আসে। ঘেউ ঘেউ করে জানিয়ে দেয় ওর সাথে যাওয়ার জন্য। লালু এবার ছুটতে থাকে। ‘ও’ বুঝে গেছে, বাঘা জানে শিরি’বু কোথায় আছে? তাই ওর কাছে ছুটে এসেছে।

খাল পাড়ে এসে বাঘা থেমে যায়। থেমে যায় লালুও। খালের ওপারে সারিবদ্ধ রেইনট্রি গাছ। আর গাছের ডালে ঝুলে আছে কিছু চেনা মানুষের মৃতদেহ। বলাই কাকা, নিতাই নাপিত, সামাদ দাদাসহ কয়েকটা মেয়ের রক্তাক্ত লাশ। শিরিবু’কেও দেখতে পেল লালু ওদের সাথে। ওর মনে হল, ভয়ংকর কোন দুঃস্বপ্ন দেখছে ‘ও’। ঘুমটা ভেঙে গেলেই সবকিছু আবার আগের মতো হয়ে যাবে। কিন্তু দুঃস্বপ্নটা সত্যি হয়ে ওর মাথায় ঘা মারতে লাগলো অবিরত। লালু তপড়াতে লাগলো জবাই করা মোরগের মতো। কি করবে! কি করবে ‘ও’ এখন?

একটা মিলিটারি গাছের নিচে বসে আছে অলস ভঙ্গীতে। আশেপাশে আর কাউকে দেখতে পেল না লালু। সম্ভবতঃ বাকিরা স্কুল ঘরের ভেতরে রয়েছে। ইশারায় কথা হল বাঘার সাথে। খালের যেখানটায় পানি কম, বাঘাকে নিয়ে নিঃশব্দে সেটা পেরিয়ে দু’জন চলে এল এপারে। লালু একটা মোটা ডাল খুঁজে নিল। সন্তর্পণে গিয়ে দাঁড়াল মিলিটারিটার পেছনে। হিংস্র শ্বাপদের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল বাঘা। খাবলে ধরল মিলিটারিটার গলা। লালু গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে বাড়ি মারল ঘাড়ে। মিলিটারিটার গগনবিদারী আর্তচিৎকারে কেঁপে কেঁপে উঠল শেষ বিকেলের থমকে যাওয়া বাতাস। আর সাথে সাথেই ঝাঁকে ঝাঁকে ধেয়ে আসা বুলেটের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল লালুর ছোট্ট দেহটা।

রক্তের পুকুরে ডুবতে ডুবতে বিড়বিড় করে বলতে লাগলো লালু, ‘আমি পেরেছি! আমি পেরেছি শিরি’বু!’

পত পত করে আকাশে উড়ছে শিরিবু’র লাল-সবুজ ডুরে শাড়ির মায়াবী আঁচল। কি অপরূপ সে দৃশ্য!

এক গভীর তৃপ্তিতে চোখ বুজল লালু। ঠোঁটের কোণে অস্পষ্ট হাসির রেখা।